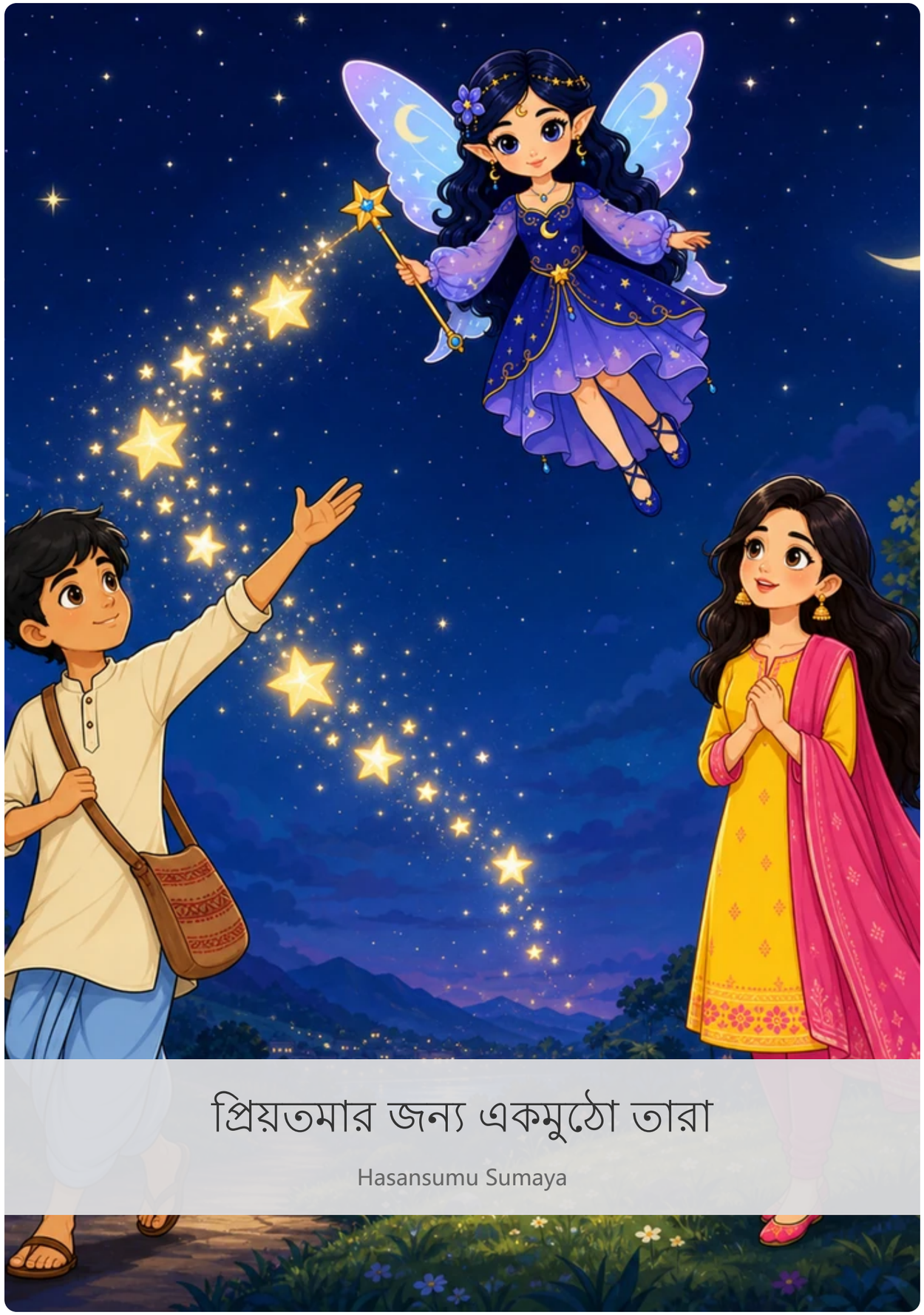

প্রিয়তমার জন্য একমুঠো তারা

Hasansumu Sumaya

নদীর পাড়ে বসে গোধূলির আলোয় অয়ন তার প্রিয়তমার কথা ভাবছিল। বাতাসের মৃদু গুঞ্জনে তার মনে ভেসে উঠছিল এক গভীর ভালোবাসার অনুভূতি। সে সিদ্ধান্ত নিল, প্রিয়তমার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর উপহারটি খুঁজে আনবে।

গহীন বনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অয়ন এক জাদুকরী প্রজাপতির দেখা পেল। প্রজাপতিটি ডানায় আলোর ঝিলিক তুলে তাকে এক রহস্যময় পাহাড়ের পথ দেখিয়ে দিল। সেই পাহাড়ের চূড়ায় নাকি রাতের স্বপ্নগুলো জন্ম নেয়।

পাহাড়ে ওঠার পথে অয়নকে পার হতে হলো এক বিশাল রূপালী নদী। নদীর প্রতিটি ঢেউ যেন ভালোবাসার মিষ্টি সুর গুনগুন করে গাইছিল। অয়ন নিজের কাঁচের পাত্রে সেই সুরের কিছুটা আলো ভরে নিল।

পাহাড়ি পথের ধারে ফুটে থাকা নীল রঙের এক অপূর্ব ফুল দেখে অয়ন থেমে গেল। ফুলটির সুবাস তাকে প্রিয়তমার মধুর হাসির কথা মনে করিয়ে দিল। সে যত্ন করে একটি ফুল তুলে তার ভালোবাসার স্মারক হিসেবে রেখে দিল।

রাতের আকাশে যখন এক এক করে তারা ফুটতে শুরু করল, অয়ন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল। চারপাশের নীরবতায় বাতাস যেন তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বুঝতে পারছিল। সে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

হঠাৎ এক মায়াবী রাতপরী ভেসে এলো আকাশের বুক চিরে। অয়নের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কথা শুনে পরীটি মুচকি হাসল। সে তার জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে অয়নের ঝুলিতে কিছু জাদুকরী আলোর কণা উপহার দিল।

জাদুকরী আলো ও রূপালী নদীর সুর সঙ্গে নিয়ে অয়ন পাহাড় থেকে নেমে এল। তার মনে তখন আর কোনো ক্লান্তি ছিল না, শুধু ছিল প্রিয়তমাকে দেখার অধীর আগ্রহ। চাঁদের আলো তার পথের সঙ্গী হয়ে সাথে চলল।

ভোরের আলো ফোটার ঠিক আগের মুহূর্তে অয়ন এসে পৌঁছাল প্রিয়তমার বাগানে। চারপাশের কুয়াশা আর শিশিরবিন্দুর মাঝে বাগানটি তখন এক স্বপ্নের জগতের মতো লাগছিল। অয়ন তার আনা উপহারগুলো একটি রেশমি কাপড়ে সাজাল।

প্রিয়তমা যখন জানালা খুলে বাইরে তাকাল, সে দখিনা বাতাসে অপূর্ব এক সুর ও সুবাস পেল। বাগানের মাঝে অয়নকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে নিচে নেমে অয়নের কাছে এল।

অয়ন তার ভালোবাসার উপহার ঝুল খুলে প্রিয়তমার হাতে তুলে দিল। জাদুকরী আলো আর ভালোবাসার সুরে চারপাশটা এক মায়াবী স্বর্গে পরিণত হলো। দুজন নদীর পাড়ে বসে নতুন এক ভোরে এক সাথে স্বপ্ন বুনতে শুরু করল।